পাক্ষিক
নির্ভীক সংবাদ
আমরা দেশ মাটি ও মানুষের কথা বলি
নিয়মিত প্রকাশনায় ১৬ বছর
বর্ষ ঃ ১৬ ॥ সংখ্যা ঃ ১১ ॥ ২৬ মার্চ ২০১৭ ইং

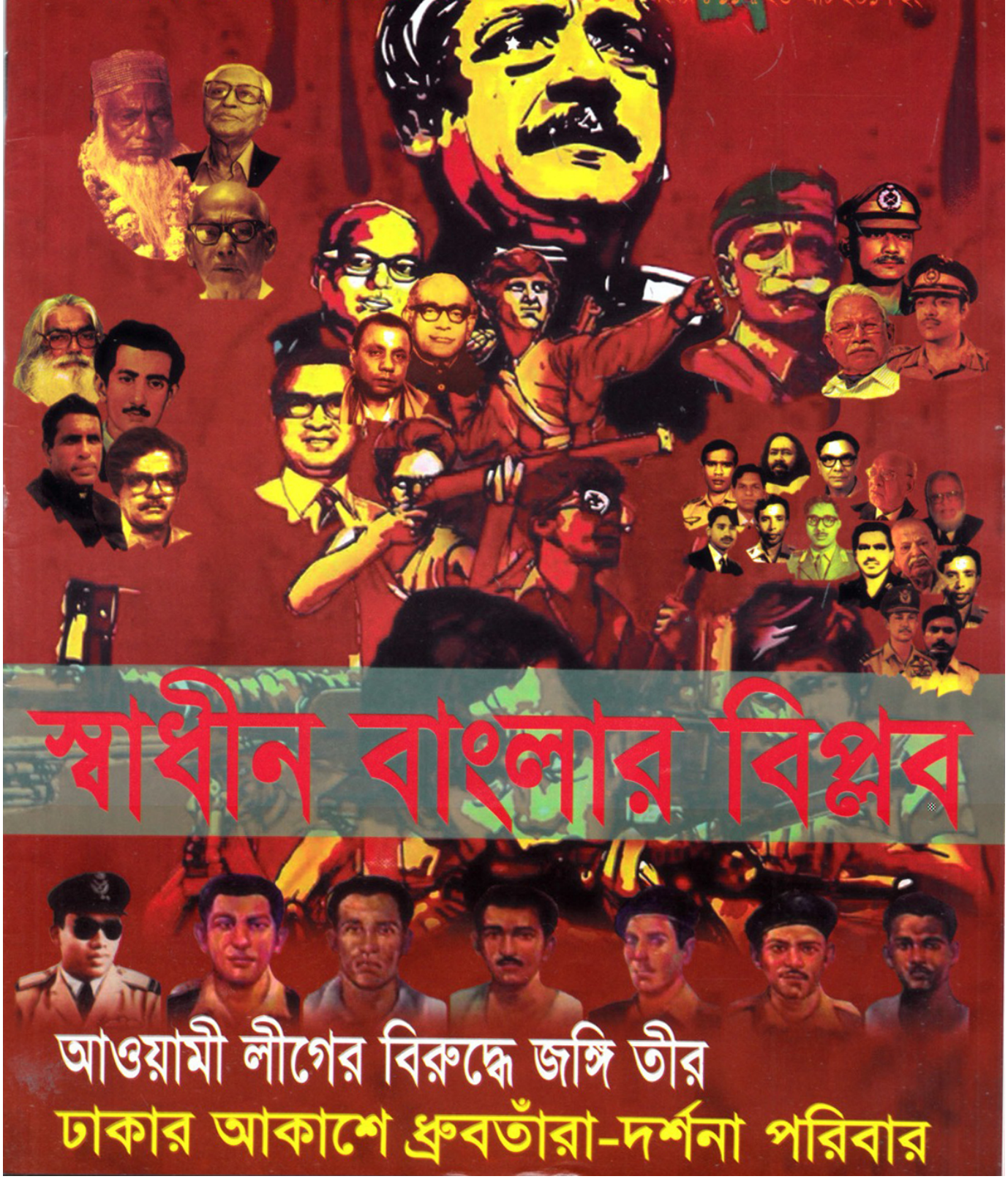

স্বাধীন বাংলার বিপ্লব

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জঙ্গি তীর

ঢাকার আকাশে ধ্রুবতাঁরা-দর্শনা পরিবার

ঢাকার আকাশে ধ্রুবতাঁরা দর্শনা পরিবার

দর্শনা বাংলাদেশের মানচিত্রে একটি উলে-খ্যযোগ্য স্থান। খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তর্গত আর্ন্তজাতিক রেলপথ ও দেশের বৃহৎ চিনি শিল্প কেরু এ্যান্ড কোং-এর জন্য বিখ্যাত একটি বাণিজ্যিক স্থান হিসাবে সুপরিচিত সেই ব্রিটিশকাল থেকেই। শিক্ষা ও সংস্কৃতি আর বাণিজ্যের পিঠস্থান দর্শনার মানুষ আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচেসেই সাথে রাজধানী ঢাকায় । সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ জীবন ও জীবিকার টানে যেমন রাজধানীমূখি হয় তেমনি উচ্চশিক্ষার জন্য এ পথে পাড়ি জমায় অনেকেই। দর্শনার মানুষও সেই পথে অনেক আগে থেকেই নিজের আসন পাকা করেছে ঢাকার মাটিতে। মূলত ৮০'র দশকে দর্শনার ব্যাপক মানুষের ঢাকা অভিমুখে যাত্রা শুরু। কেউ কর্মে, কেউবা শিক্ষার টানে। এভাবেই এক সময় ঢাকা শহরে বসত গাড়ে দর্শনা বা তার আশেপাশের মানুষ। দেখতে দেখতে তাও প্রায় ৪০ বছর হতে চলল। এখন কয়েক হাজার দর্শনার মানুষের পদচারনায় মুখরিত ঢাকা শহর। সময়ের পরিক্রমায় রাজধানী ঢাকাতে বসবাসরত মানুষরা আজ একত্রিত। তাদের সকলের অংশগ্রহণে ঢাকার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে আলো ছড়াচ্ছে দর্শনা পরিবার। ঢাকাস্থ দর্শনাবাসির সংগঠন দর্শনা পারিবারের দ্বি-বার্ষিকসাধারণ সভা ও পিকনিক-২০১৭কে ঘিরে দর্শনা পরিবারের বর্তমান ও শেকড়ের সন্ধানে আমাদের এ আয়োজন।

দর্শনা পরিবারকে নিয়ে ফিচার করার চিন্তা যখন মাথায় আসে তখন মনে হয়েছিল কাজটি হয়ত অনেক দূরুহ হবে। বিষয়টি নিয়ে যখন কথা বলতে গেলাম দারুণ উৎসাহ আর সকল সহযোগিতার হাত প্রসারিত করল দর্শনা পরিবারের সদস্যরা। তারাও লেগে গেল কাজে। সাইফুর রহমান রনি। দর্শনা পরিবারের শুরুর গল্পটা বলার দায়িত্ব নিল। এই গল্পগাঁথা আরো বেশি প্রাণচঞ্চল হয়ে ধরা দিলো সাইফুর রহমান রনির লেখায়, তিনি লিখেছেন- "এক চিলতে আশার আলো" শিরোনামে।

সাইফুর রহমান রনি
সহসাংগঠনিক সম্পাদক
ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবার

সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষা ও জীবিকার টানেই দর্শনার বহু মানুষ রাজধানী ঢাকাতে তাদের নিবাস গড়েছেন। অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢাকাতে এখন বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত, আবার শিল্প-সাংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে নিজেকে একজন দেশসেরা সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে গড়ে তুলেছেন এমন মানুষের সংখ্যাও বর্তমানে কম নয়। বেশিরভাগেরই ঢাকাতে শুরু দিকের অবস্থান এতটা মসৃণ ছিল না। তাদের সাফল্য সম্ভব হয়েছিল নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও এলাকার মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে। ৮০ ও ৯০ দশকে কিছু ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও আন্তরিকতার মেলবন্ধন বজায় রাখতে বনভোজনের আয়োজন করতো। এরই যোগসূত্র ধরে ২০০৫ সালে বেশ কিছু যুবক, তরুণ ও তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে নিয়ে "দর্শনা কল্যাণ সমিতি" গড়ে তোলে। যা তৎকালিন ঢাকায় প্রতিষ্টিত আব্দুল মতিন, সুজাউদ্দিন, মো: হাবিব, নজরুল ইসলাম লিম্টন ভাইসহ অনেকেই ছিলেন সেই সময়ে। দর্শনা কল্যাণ সমিতির আয়োজনে ২০০৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ঢাকার মোহাম্মদপুরে সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে একটি পুণর্মিলনীর আয়োজন করা হয়। নানা প্রতিকূলতায় সমিতির কার্যক্রম তারপর থেকে ঝিমিয়ে পড়ে। ঐ সময়ের পর কর্মসূচির অভাবে দর্শনা কল্যাণ সমিতিটি সেখানেই দাড়িয়ে থাকে বহু বছর। ঢাকায় বসবাসকারী দর্শনার তরুণ প্রজন্ম সব সময়ে চেয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে নিয়ে নিজেদের আত্মার সম্পর্ককে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে। সেই আকাঙ্খা থেকেই একদল তরুণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুসংগঠিত হবার চিন্তায় মশগুল হয়। সুযোগ আসে ২০১৪ সালের মার্চে "দর্শনার গৌরবজ্জ্বল নতুন প্রজন্ম" বই-এর মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে তাদের মনের ইচ্ছার কথা জানায় তারা। তারই ধারাবাহিকতায় জনাব আব্দুল হামিদকে আহ্বায়ক করে ২১ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি বয়োজ্যেষ্ঠরা গঠন করে দেয়। ঐ কমিটির একান্ত প্রচেষ্টা ও ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর ইচ্ছায় ২০১৪ সালের ২রা জানুয়ারী ড. ফিরোজ আহমেদ-এরসহযোগিতায় তার কর্মস্থল ঢাকার মহাখালীস্থ আইসিডিডিআর'বি মিলনায়তনে দর্শনাবাসীর আনন্দোৎসব এর আয়োজন করা হয়। আনন্দোৎসব থেকেই দর্শনাবাসীর প্রাণের সংগঠন "দর্শনা পরিবার" নামে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

দর্শনা পরিবার-২০১৭কার্যনির্বাহী পরিষদ

২০১৪ সালের এজিএম-এ দর্শনার কৃতি সন্তান যুগ্ম সচিব রফিকুজ্জামান বাবলু ভাইকে সভাপতি আর ঢাকায় সুপ্রতিষ্টিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ি আব্দুল হামিদ পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী ও ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। আমাকে দেওয়া হয় সম্পাদক, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির দায়িত্ব। গত ২০১৭'র মার্চ মাসের এজিএম এ নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ নিয়ে গঠিত দর্শনা পরিবারের কার্যনির্বাহী ও উপদেষ্টা পরিষদের সামনে এখন পাহাড়সমতূল্য। পর্যাপ্ত তহবিল নাই, সবাইকে পরিবারের সাথে যুক্ত করা, নতুন সংগঠনের যে ধরনের প্রতিকূলতা থাকে তার সবই আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে প্রতিনিয়ত।

শুরু থেকে দর্শনা পরিবারের সকল সভার কেন্দ্র ছিল লালমাটিয়ায় অবস্থিত ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর কার্যালয়। ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এরমহসিন ভাই ও আনোয়ার ভাইকে জানাই ধন্যবাদ, এ কারণে যে শত সমস্যার মধ্যেও তারা তাদের অফিস ও মিটিং

রুমটি আমাদের ব্যবহারের জন্য রেখেছিল সদা প্রস্তুত। এ যাবৎ দর্শনা পরিবারের যত সভা হয়েছে তা ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর ঢাকা কার্যালয়ে। যদিও এ বছর আমরা ছোট পরিসরে হলেও নিজেদের একটি অফিসের ব্যবস্থা করেছি। মোহাম্মদপুরের স্যার সলিমুল-হ রোডের দু' কামরার অফিসটি বর্তমানে দর্শনা পরিবারের নিজস্ব অফিস হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে মার্চ মাস থেকেই।

দর্শনা পরিবারের দু'বছরে অনেক অর্জন যেমন আমাদেরকে করেছে গর্বিত ঠিক তেমনি এক কষ্ট আজও আমরা বয়ে চলেছি। তারুণ্যের যে দলটি দর্শনা পরিবারে সবচেয়ে বেশি কর্মমুখর ছিল সেই দলের এক তাঁরাকে আমার হারিয়েছি চিরকালের জন্য যে ক্ষতি অপূরণীয় যেমন আমাদের জন্য তেমন দর্শনা পরিবারের জন্যও। হাবিবুর রহমান মুন্নার এ অকাল মৃত্যু আসলেই এক কষ্টদায়ক অধ্যায় আমাদের সকলের, গোটা দর্শনাবাসীর, দর্শনা পরিবারের । সেইসাথে সিকান্দার আলি শাহ, শফিকুল আলম, কামরুজ্জামান পানুকে হারিয়েছে। দর্শনা পরিবারের পক্ষ থেকে সেইসব বিদেহী আত্মা ও পরিবারবর্গের প্রতি জানাই সমবেদনা শ্রদ্ধা আর ভালবাসা।

দর্শনা পরিবার, নামের মাঝেই যার তাৎপর্য নিহিত আছে। এখানে সবাই যেন এক সুতোয় গাঁথা, একে অপরের পরম আত্মীয়। সবাই যার যার জায়গা থেকে দর্শনা তথা ঢাকাস্থ দর্শনার মানুষের পাশে দাঁড়াবার অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে, এটাই দর্শনা পরিবারের অনন্য এক বৈশিষ্ট্য। এই প্রথম কোন অরাজনৈতিক ব্যনারে একঝাঁক মেধাবী মুখসহ দর্শনার প্রকৃত মানবপ্রেমী কিছু যুবক-তরুণ-তরুণী অগ্রজদের তত্ত্বাবধানে তাদের সাহায্যের হাত পীড়িত মানুষগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সব সময়। যে সাহায্যের আর্থিক পরিমাণ হয়তো যথেষ্ট ছিলনা কিন্তু তাতে ভালোবাসার মিশেল ছিল শতভাগ। গত শীতকালে দর্শনায় শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ, দুস্থদের মাঝে রিকসা বা ভ্যান বিতরণ আর ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে সেমিনার-এর আয়োজন করে দর্শনা পরিবার। ঈদের ছুটিতে দর্শনা ও ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করে কয়েকবার। দর্শনা উপজেলা আন্দোলনে দর্শনা পরিবার তার হাত প্রসারিত করে। দর্শনার ঐতিহ্যবাহি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেমনগর বি.ডি মাধ্যমিক স্কুলের শতবর্ষ পূর্তিতেও দর্শনা পরিবার সকলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। গত তিন বছরে বেশ কিছু সফল অনুষ্ঠান আয়োজনের পর 'দর্শনা পরিবার" এখন এক আত্মপ্রত্যয়ী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। একটি সংগঠন মানের বিচারে পরিশুদ্ধ হবার জন্য আমার বিবেচনায় দুই বছর খুব বেশি সময় না। দর্শনা পরিবারের যোগ্য কাণ্ডারিরা যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁদের একজন সহযোগি হয়ে আমি বিশ্বাস করি দর্শনার জন্য এটি একটি অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করবে। কারণ আজ আমরা একাত্ম, আজ আমরা একই মন্ত্রে দিক্ষীত,

দর্শনা পরিবারের সভাপতি কৃষিবিদ হামিদুর রহমান-এরআলাপচারিতা

দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য কিছু করার ভাবনাগুলোকে আলোতে ভাসাতে যাঁরা এবারে দর্শনা পরিবারের গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের একজন সফল মানুষ বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ হামিদুর রহমান। যিনি সকল দর্শনাবাসীর ভালবাসা আর প্রচন্ড চাওয়ার কাছে নিজেকে করেছে নিবেদন। বর্তমান দর্শনা পরিবারের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। দর্শনা পরিবারকে নিয়ে তার সাথে খোলামেলা আলাপচারিতার কিছুটা অংশ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য–

কৃষিবিদ হামিদুর রহমান, সভাপতি

দর্শনা আর আপনার মধুময় কৈশর :

কৃষিবিদ হামিদুর রহমান : দর্শনার খুব কাছে-হৈবতপুর গ্রামে আমার জন্ম। খুবই ছোট কিন্তু অসম্ভব সুন্দর আমাদের গ্রামটি। সেই গ্রামেই আমার উজ্জল শৈশব এবং কৈশর কেটেছে। কৈশরের স্মৃতিই আমার সবচে আনন্দের, সবচে উজ্জল। আমার গ্রামের বাড়ীর উঠানে দাঁড়ালে দেখা যায় আকাশ দিগন্তে এসে মিশে যায়, চারিদিকে অপূর্ব সবুজের সমারহ। কৃষকের দৈনদিন জীবন-যাপন দেখে বেড়ে উঠেছি। মদনা গ্রামে আমার ফুপুর কাছে আমি বড় হয়েছি। মদনা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এরপর ৬ষ্ট শ্রেনীতে আমি ওই এলাকার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ মেমনগর বিপ্রদাস হাইস্কুলে ভর্তি হই ১৯৬৮ সালে। আমার জীবনের যা কিছু ভিত্তি বা বুনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছে মেমনগর বিপ্রদাস হাইস্কুল। আমি আমার আজকের এই অবস্থান তৈরীর যা কিছু রসদ সবই তৈরী করে দিয়েছে আমার প্রিয় স্কুল মেমনগর বিপ্রদাস হাইস্কুল। সেখানে আমি যেমন পেয়েছিলাম অনেক উঁচুমানের শিক্ষক তেমনি স্কুলের আদিগন্তত প্রশস্ত চত্ত্বর। আমি দর্শনা কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমি দর্শনার কোন আগন্তক নই। মা-মাটি বলে যে কথা আছে; দর্শনা আমার কাছে তাই।

ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর ভালবাসার দায়িত্বকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন :

কৃষিবিদ হামিদুর রহমান : সম্প্রতি ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবার নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি। সেটাই আমার কথা তুলে ধরছি।

"দর্শনা পরিবার"
আমরা যারা ঢাকায় রয়েছি
মানুষ দর্শনার
তারা মিলে মিশে গড়ে তুলেছি এ
দর্শনা পরিবার।
বাংলাদেশের পশ্চিমের এই
সীমান্ত জনপদ
চিনি শিল্পের গৌরবে গড়া
এদেশের সম্পদ।
শিয়রে শায়িত মাথাভাঙ্গা নদী
ক্ষীণ স্রোতধারা তার
তবুও দু'পাড়ে পললভূমিতে
শস্যের ভান্ডার।
অতিপুরাতন রেল জংশন
স্থলবন্দর আরো
মানব মিলনে সদা চঞ্চল
পরিচয় পাবে তারো।
ছোট্ট বসতি তবু উজ্জ্বল
শিক্ষা-সংস্কৃতি
দেশে বা বিদেশে সর্বত্রই
পাবে তার স্বীকৃতি
এখানে মহান মুক্তিযুদ্ধ
সোনার অক্ষরে লেখা
প্রতি ঘরে ঘরে মুক্তিসেনার
গর্বিত পদরেখা।
ঐতিহ্যের সৌরভ বহে
শেকড়ে ও ধমনীতে
তারই প্রেরণায় মিলেছি আমরা
হাত রেখে হাতে হাতে।
আমরা সকলে প্রাণে বাধা প্রাণ
দীপ্ত দুর্ণিবার
সবার জন্য সকলে আমরা
দর্শনা পরিবার।

দর্শনা পরিবারের সামনের দিনগুলোকে কিভাবে দেখছেন :

কৃষিবিদ হামিদুর রহমান : মিলনমেলার পরে আমরা আমাদের নিজস্ব কার্যরয়ে গত কয়েকদিন আগে একটা মিটিং করেছি। সেখানে একটা সিদ্ধান্ত হয় আমরা দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর শিক্ষা, ক্রীড়া ও চিকিৎসা সেবার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কিছু কাজ শুরু করেবো। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে অচিরেই আমরা আপনাদের সামনে হাজির হবো। দর্শনা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের, প্রতিটি মানুষ যে দৃঢ়তা, যে প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁদের একজন সহযোগি হয়ে আমি বিশ্বাস করি দর্শনার জন্য এটি একটি অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করবে।

দর্শনা পরিবারের প্রাণ পুরুষ এ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক। যার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দূরদৃষ্টিতায় দর্শনা পরিবার আজকের এ অবস্থানে এসে পৌছেছেন। এ পর্যায়ে কথা বলেছি তার সাথে। তার শেকড়ের সন্ধানে। স্বাধীনতা পূর্ব দর্শনার যে কজন আলোকিত মানুষ দর্শনার ভিত্তি গড়তে রেখেছিলেন তাদের কর্মের স্বাক্ষর তাঁর একজন ও অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন হাজী লাল মোহাম্মদ। দর্শনার পুরাতন বাজারের অধিবাসী লাল হাজী নামেই তিনি ব্যাপক পরিচিত। সেই সময়কালে দর্শনায় জমিদার বাড়ির আদলে করা সবচেয়ে সুন্দর লাল ইটের বাড়িটি ছিল তাঁর। যেটি দর্শনার একটি নান্দনিক ঐতিহ্যবাহি স্থাপনা । দর্শনার অনেক সামাজিক, ব্যবসায়িক স্থাপনা ও স্কুল, কলেজ নির্মাণে তার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে দর্শনাবাসী। এ পরিবারের বড় ছেলে আবুল কাসেমের ঘরে জন্ম নেন আব্দুল হামিদ পিন্টু। লাল হাজীর নাতি হিসেবেই তিনি দর্শনায় বেশি পরিচিত সকল সময়ে। আব্দুল হামিদ পিন্টু দু সন্তানের জনক। এক কন্যা ও এক পুত্র। পিতা হিসেবে তিনি সন্তানদের কাছে এক আর্দশবান মানুষ। আব্দুল হামিদ পিন্টুর স্ত্রী শাহিন যিনি দর্শনার স্বনামধন্য ব্যাবসায়ি জামাল মিয়ার কন্যা। দর্শনা পরিবার নিয়ে তাঁর সাথে কথা হলো আপন মাত্রায় চিরচেনা সুরে-

নির্ভীক সংবাদ : দ্বিতীয় পর্যায়ে এ সংগঠনকে এগিয়ে নিতে আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই :

আব্দুল হামিদ পিন্টু : প্রথমেই বলবো এ ধরনের সংগঠন পরিচালনা করতে হলে কিছু পাগলামী করতে হয় এব সেই কাজটিই আমরা করেছি। একদল তারুণ্যের আগ্রহে আমাদের কাজ শুরু করি দর্শনার ঢাকাস্থ অগ্রজদের তৈরি করা দর্শনা কল্যাণ সমিতিকে পুনরায় চালু করতে। কাজটি সহজ ছিল না মোটেও তবে সহযোগিতা ছিল সর্ব মহলে। বেশ কিছু মানুষের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা মতে এসে মিলেছিলাম আর তাহলো দর্শনার মানুষের সংগঠনকে চালু করতেই হবে নতুন আঙ্গিকে। ঢাকায় বসবাসরত সিনিয়র আর এ প্রজন্মের সাথে মিলে দর্শনা পরিবার গড়ে তোলা হলো ২০১৫ সালে। এ ক্ষেত্রে আমি বলবো দর্শনার অগ্রজ আর এ প্রজন্মের তরুণদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল হলো দর্শনা পরিবার। অনেক বাক বিতন্ডা অনেক জল্পনা কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে আমরা আমাদের কাংখিত জায়গায় পৌছাতে পেরেছি শুধু মাত্র ঢাকায় অবস্থানরত দর্শনাবাসীদের ভালবাসা আর একাগ্রতার ফলে।

নির্ভীক সংবাদ : আপনার সুদক্ষ নেতৃত্বে কারণে সংগঠনটি দ্বিতীয় বারের মতো আপনাকে বেছে নিয়েছে এ সর্ম্পকে আপনার অনুভূতি কি :

আব্দুল হামিদ পিন্টু : দর্শনা পরিবার শুরু করতে অনেকটা কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে আমাদেরকে। সময়ও গেছে অনেক। শত ব্যস্তার মাঝে মনে হতো কি দরকার এইসব ঝামেলাই জড়ানো। কিন্ত মা মাটির প্রতি যে ভালবাসা তা আমকে বেঁধে রেখেছিল সব সময়। আমি হয়ত ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর আশা পূরণ করতে পারিনি কিন্ত ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী যে আমাকে এতটা ভালবাসে তা বুঝতে পারিনি কখনই। আমাকে দ্বিতীয়বারে মতো থেকে যাওয়াটা দর্শনাবাসীর চাওয়া ও অধিকারের ফলে আজ সত্যিই আমি গর্বিত ও কৃতার্থ ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর ভালবাসায়। তাদের এ দায় আমি কোনও দিনও

আব্দুল হামিদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক

শোধ করতে পারবো না বুঝি কিন্ত তাদের জন্য কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করি মনে প্রাণে। আর আমি তা করেও যাবো। ভালবাসার মূল্য আমি রাখার চেষ্টা করবো সব সময়।

নির্ভীক সংবাদ : আপনার শেকড়ের গল্পটা শুনতে চাই :

আব্দুল হামিদ পিন্টু : ১৯৬৭ সালে দর্শনায় আমার জন্ম দাদাবাড়িতে এরপর বাবার সাথে আমাদের গ্রাম জীবননগরের সীমান্ত ইউনিয়নের কয়ায় শুরু হয় আমার প্রাথমিক শিক্ষা জীবন। ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে আমি চলে আসি চুয়াডাঙ্গার ভি.জে স্কুলে। এরপর ১০ম শ্রেনীতে দর্শনায় মেমনগর স্কুলে চলে আসি। ১৯৮১ সালে মেমনগর বি.ডি হাইস্কুল থেকেই আমার এসএসসি পাশ। দর্শনা কলেজে ভর্তি হই। ১৯৮৪ সালে এইচএসসি আর ১৯৮৬ সালে ডিগ্রী পাশ করি এখান থেকেই। দুরন্ত শৈশব আর কৈশর কাটে আমার দর্শনা ও চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। লেখা পড়া, খেলাধুলা আর সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে। অসাধারণ ফুটবল নৈপূন্য ছিল আমার দখলে, খেলতামও ভাল ফুটবল। তৎকালীণ চুয়াডাঙ্গা জেলার শিশু বা তরুণ ফুটবলার হিসেবে আব্দুল হামিদ পিন্টুর সুনাম ছিল জেলা জুড়েই. বিশেষ করে দর্শনায় ৪ফুট ১০ ইঞ্চি ফুটবল টুর্নামেন্টে আমার অংশগ্রহণ ও সফলতা আমাকে পরিচিত করে তোলে। ভাল ক্রিকেট খেলতাম. ব্যাডমিন্টন, ভলিবল সব খেলাতেই আমার দক্ষতা ছিল নজর কাড়ার মতো। সংস্কৃতি অঙ্গনেও ছিলো দারুন এক পারফর্মেন্স হিসেবে খ্যাতি। আবৃত্তি, উপস্থাপনা আর অভিনয়েও ছিলাম তুখোড়। অনির্বাণের সাথে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলাম আমি । অনির্বাণের বেশ কিছু নাটকের মুখ্য চরিত্রে দারুন অভিনয়ের মাধ্যমে আমি রেখেছিলাম আমার অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর।

নির্ভীক সংবাদ : আপনার কর্ম জীবনের পথচলা :

আব্দুল হামিদ পিন্টু : দর্শনা সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৬ সালে এইচএসসি পাশ করে প্রথমেই দর্শনায় আমার দুলাভাই মিন্টু শাহ দোকানে চাকরি দিয়ে আমার কর্ম জীবনে প্রবেশ ঘটে এরপর কিছুদিন পর অংকুর কেজি স্কুলে দপ্তরীর চাকরির সাথে শিক্ষকতাও করি। কিন্ত পুরোটাই ছিল বিনা বেতনের চাকরি করা আরকি। এ সময়ে আমি দর্শনার পাঠ চুকিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। ঢাকায় এসে প্রথমেই একটা এনজিওতে চাকরি পায় কিছুদিন সেখানে চাকরি করার পর একটা বায়িং হাউজে চাকরী পায় এ্যাসিটেন্ট মাচেন্ডাজার হিসেবে। এটাই ছিল আমার জীবনের টার্নি পয়েন্ট। দিন রাত্র কাজ করেছি শুধু বেতনের জন্য নয়, কাজটি শেখার জন্যও বটে। আমার একাগ্রতা আর কাজের নেশা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে আমি অল্প সময়ে দক্ষ ও সাফল্য পেয়ে যায়। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছিল কাজের প্রতি নিষ্টাবান হওয়া। মানে কাজকে ভালবাসা, আমারও হলো তাই। ২০০৪ সালে এ চাকরিটা ছেড়ে নিজেই গড়ে তুলি কেএফএস ফ্যাশন। ১০০ শতভাগ রপ্তানিমূখী বায়িং হাউজ। তার পরের গল্পটা শুধুই সাফল্যের শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে চলা। আন্তর্জাতিক বাজারেও আমার ব্যবসার পরিধি দিনদিন বাড়তেই থাকলো। বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার যুদ্ধে আমিও একটা স্থায়ী আসন করে নিলাম। যদিও আমার শুরুটা খুব মধুর বা আনন্দদায়ক ছিল না কিন্ত আমি কখনও পিছপা হয়নি, হেরে যাইনি নিজের কাছে। প্রতিদিন জীবন যুদ্ধে অংশ নিয়ে ফাইট করেছি। আজ আমি দেশের অর্থনীতিতে রাখছি ভুমিকা। আমি এখন দেশের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত বিজিএমই'র একজন এসোসিয়েট মেম্বার। আমার এ যুদ্ধে আমার পাশে থেকে আমাকে সব সময় সাহায্য করেছে আমার সহধমিনী শাহিন তার উৎসাহ আর ভালবাসায় আমার আজকের এ অর্জন।

নির্ভীক সংবাদ : দর্শনা পরিবারের এগিয়ে চলায় আপনার ভাবনা :

আব্দুল হামিদ পিন্টু : দর্শনা পরিবারের বয়স মাত্র দুবছর পার হলো এই সময়কালের মধ্যে আমরা যথেস্ট পরিমাণে এগিয়েছি বলে আমি করি। যদিও একটি সংগঠনের জন্য দু'বছর কোন সময় না। আমরা এখন ভাবছি দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে। ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর শিক্ষা, ক্রীড়া ও চিকিৎসা সেবার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে অচিরেই আমরা আপনাদের সামনে হাজির হবো। সেই সাথে আমার আহবান ঢাকাস্থ দর্শনবাসী যেন আমাদেরকে জানান কি কি সমস্যা তারা ফেইস করেন। তার ভিত্তিতেও আমরা কাজ করার সুযোগ পাবো। যেমন এই মুহুর্তে আমার মনে হচ্ছে এমন একটি উদ্যোগ দর্শনা পরিবার নিতে পারে যা থেকে দর্শনাবাসী ও ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী দারুন সুবিধা ভোগ করতে পারে। সেই সাথে দর্শনা পরিবারও হতে পারে লাভবান। দর্শনা পরিবারের উদ্যোগে একটি হোস্টেল চালু করা। যেখানে দর্শনা পরিবারের অফিস থাকবে সেই সাথে থাকবে ডরমিটরির

সুদর্শন, স্মার্ট নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ি আব্দুল হামিদ পিন্টু'র দুরদৃষ্টি তাই দর্শনা পরিবার তার কাংখিত অবস্থানে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আধুনিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারনার এ ব্যবসায়ির সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তাই মনে হলো। সাক্ষাৎকার পর্বে তিনি সাবলীলভাবেই দর্শনা পরিবারকে ঘিরে তার স্বপ্ন আর আকাঙ্খার গল্পগুলো বলে গেলেন হেসে খেলে। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী এ মানুষটির দু'চোখে খেলা করছে দর্শনা পরিবারের সাফল্য আর পরিবারের মানুষগুলোর জন্য ভাল কিছু করার একটা তাগিদ। সে দক্ষতা, ক্ষমতা ও ইচ্ছে তার আছে। আমাদের শুধু প্রয়োজন সে সুযোগ ও ক্ষেত্র করে দেয়া। সেই সাথে সকল সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা তার নেতৃত্বের প্রতি।

বিশেষ প্রতিবেদন

পরিবারের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও পিকনিক-২০১৭ এ আয়োজনকে ঘিরে ঢাকাস্থ হাজারও মানুষের পদচারণায় মুখরিত হলো পিকনিক ও সম্মেলন। ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর বর্তমান প্রজন্মের এইসব তারুণ্যের ভেতরে লুকায়িত সকল ভালবাসা। দর্শনা পরিবারের আজকের এ অবস্থানে ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর তারুণ্যের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। এমন আর এক তারুণ্য নাহিদ কবির মনু যিনি দর্শনা পরিবারের নিবেদিত এক প্রাণ। নাহিদ কবির এবারের আয়োজনটিকে তুলে ধরেছেন তার নিজের লিখনিতে-ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবার মিলন মেলা'২০১৭ শিরোনামে।

এনামুল হক শাহ মুকুল
আহবায়ক
দর্শনা পরিবার মিলনমেলা'১৭

এবারের আয়োজনটি যার নেতৃত্ব সফলতার মুখ দেখলো তিনি হলেন এনামুল হক শাহ মুকুল। দর্শনা পরিবারের দ্বি-বার্ষিকসাধারন সভা ও পিকনিক-২০১৭কমিটির আহবায়ক। মুকুল শাহ ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এক পরিচিত নাম দর্শনা ও ঢাকায়। দর্শনার সকল আন্দোলনের সাথে দীর্ঘদিন তিনি জড়িত ছিলেন। এমন একজন মানুষের পক্ষে দুরে থাকা কাম্য নয় বলেই হয়ত দর্শনা পরিবার এবারের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তিনিও তার স্বভাবসুলভ নেতৃত্বে এবারের আয়োজনটিকে করে তোলে প্রাণবন্ত এক মহামিলনের আসর।

তিনি বলেন, দর্শনা পরিবারের এবারের দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভা ও পিকনিক-এরসকল অংশগ্রহণকারী ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীকে অভিনন্দন তাদের স্বতফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য। অভিনন্দন জানাই দর্শনা পরিবারের সকল সিনিয়র সদস্য, উপদেষ্টা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যকে। যাদের সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনার ফলে আমার পক্ষে এ আয়োজনটি সম্পন্ন করতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু ও দর্শনার কৃতি সন্তান জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আবু সাঈদকে। যার আন্তরিকতায় ও সহযোগিতায় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু জাহাঙ্গীর আলমকে যার তত্বাবধানে খাবার আয়োজনটিও সুন্দরভাবে শেষ হয়। বর্তমান ও সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে। যাঁরা আমার সকল চাহিদা পূরণে সব সময় ছিলেন আমার পাশে। আমাকে আরো বেশি মাত্রায় সাহস যুগয়েছেন সেই সাথে সার্বক্ষণিক তত্বাবধান করেছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদ পিন্টু, কামাল আহম্মেদ, বজলুর রহমান বজলা ভাইসহ সকলেই। ধন্যবাদ জানাই দর্শনা পরিবারের প্রাণ তরুণ প্রজন্মের একঝাঁক তারুণ্য। যারা সব সময় সকল কাজে আমার চেয়ে একধাপ এগিয়ে ছিল।

আশাকরি সামনের দিনগুলোতেও তারা এভাবে দর্শনা পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হাজার মানুষের অংশগ্রহণে বড় একটি কাজ করতে গেলে কিছু ছোটখাট সমস্যা থাকতেই পারে যা অবশ্যই আমাদের অনিইচ্ছাকৃত ত্রুটি। আমি দর্শনা পরিবারের সকলের কাছে এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সামনের দিনগুলিতে আমরা একে অন্যের কাধে কাধ মিলিয়ে ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী যেন এগিয়ে যেতে পারি সেই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকলকে আহবান জানাচ্ছি। সেই সাথে সামনের বছরের আয়োজনের জন্য মার্চ নয় ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠান করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চায় আমাদের আয়োজনে যারা নি:স্বার্থভাবে সকল সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে সেই শুভ্যানুধায়ীদের।

নাহিদ কবির মনু
দপ্তর সম্পাদক
ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবার

ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর সংগঠন দর্শনা পরিবারের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পিকনিক গত ১০ মার্চ শুক্রবার ঢাকার শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির প্রায় ৬২০ জন নিবন্ধিত সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা মিলিয়ে ১০০০ জনের বেশি অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রথম অংশে এজিএম ও দ্বিতীয়ভাগে আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পরিবারের উপদেষ্ঠা কামাল আহম্মেদ এর সঞ্চালনায় বার্ষিক সাধারণ সভা উদ্বোধন করেন দর্শনা পরিবারের সন্মানিত প্রধান উপদেষ্টা ও মাননীয় সাংসদ (চুয়াডাঙ্গা-২) জনাব আলি আজগর টগর। সমিতির বিগত দিনের কার্যাবলী উপস্থাপন করেন দর্শনা পরিবারের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হামিদ পিন্টু, কোষাধাক্ষ্য জনাব আলমগীর হোসেন বার্ষিক আয়-ব্যয় রিপোর্ট সদস্যদের সামনে উপস্থাপনের করে। বিগত কমিটির কর্মকাণ্ডের উপর একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ডিপির সাধারণ সদস্যগণ, উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন ও সভায় বিগত সভার কার্যাবলী অনুমোদন করেন। দর্শনা পরিবারের সভাপতি মোঃ রফিকুজ্জামান বাবলু গত দুই বছরে ডিপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে উপদেষ্ঠা জনাব সুজাউদ্দিন সুজার পরিচালনায় বার্ষিক সাধার সভায় আলোচনার ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪৫ ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৯-এ নির্ধারণ করা হয়। সভায় আগামী ২০১৭-২০১৯ বছরের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সদস্য চূড়ান্ত করা হয়। সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপির কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন সভাপতি হিসাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদ্য সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক পদে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আব্দুল হামিদ পিন্টু পূনরায় দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

সভাপতি : হামিদুর রহমান, সহ-সভাপতি : আলতাফ হোসেন, মিসেস রওনক জাহান শিপ্রা, হাফিজুর রহমান, বজলুর রহমান, জাহিদ হোসেন লিটন, এনামুল হক মুকুল, জাহাঙ্গীর মোঃ আবু সাইদ, সাধারণ সম্পাদক : আব্দুল হামিদ পিন্টু, সহ-সাধারণসম্পাদক : আবু সাইদ মোঃ হাসান ,এ কে এম সাঈদ, আনোয়ার হোসেন, মিসেস ডাঃ সামিনা সুলতানা, মসিউর রহমান, আরিফুল ইসলাম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক : আরিফুল-হ তরফদার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান রনি, অর্থ সম্পাদক : আলমগীর হোসেন, সহ-অর্থসম্পাদক: জাহাঙ্গীর আলম

আরিফুল্লাহ তরফদার
সাংগঠনিক সম্পাদক
ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবার

তপ্ত রোদ আর ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টির হুমকিকে হার মানিয়ে ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী যে আনন্দের জোয়ারে হেসে খেলে পার করলো একটি দিন তা যেন সকলের মনে গেঁথে থাকবে অনেকটা সময়। একেই হয়ত বলে প্রাণের টান। দর্শনা পরিবারের এই যে হাজার মানুষের আগমন আর এক হওয়া এটা সত্যিকার অর্থেই কোন সহজ কাজ নয়। এতো মানুষকে একত্রিত করার যে গুরু দায়িত্বটা পালন করছে দর্শনা পরিবারের সাংগঠনিক সম্পাদক তার ভাবনা আর কর্মের কিছুটা আজ জানার আছে সকলের , গত টার্মে ও এই টার্মেও এই কাজটি যিনি করে আসছেন তিনি হলেন আরিফ তরফদার। তিনি দর্শনা পরিবারের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করলেন তার কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে।

তিনি বললেন-আমাদের অগ্রজদের তৈরি করা দর্শনা কল্যাণ সমিতি বেশ কিছু সময় ধরে নীরবেই ছিল, তাকে সরব করতেই আমরা এ প্রজন্মের বেশকিছু তরুণ ও অগ্রজদের দিক নির্দেশনায় ২০১৪ সালে আবার শুরু করি ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীকে একত্রিত করতে আব্দুল হামিদ পিন্টুর নেতৃত্বে। বিশাল ঢাকা শহরের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দর্শনার মানুষগুলোকে একতিত্র করা সত্যিই একটি কঠিন ও দূরহ্ন কাজ ছিল কিন্ত আমাদের সে কাজ করতে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি কারণ দর্শনার মানুষের আগ্রহ আর সহযোগিতার ফলে। অল্প সময়ে আমরা প্রায় ৪০০ জনকে এর আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয় আর এ জন্য সকল কৃতিত্বের দাবিদার দর্শনার অগ্রজদের সহযোগিতা, সেই সাথে দর্শনার মানুষের স্বতস্ফূর্ত সাড়া। একটা কথা খুব বেশি আজ মনে পরছে যা ছোটবেলায় শুনেছিলাম গুরুজনদের কাছে। যদি তোমাতে থাকে বড়দের আর্শিবাদ আর হে-ভালবাসা, তুমি জিতেবেই হে তারুণ্য; তুমি জিতবেই। আমাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। সকল স্তরের অগ্রজদের আশির্বাদ আর পথ নিদের্শনায় আমরা ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী আজ একটি পরিবার, দর্শনা পরিবার। তার প্রমাণ আমরা প্রতি বছরই আমাদের আয়োজনে ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর অংশগ্রহণ বাড়ছেই। শুরু করেছিলাম ৭০০ দিয়ে আর এবারের তৃতীয় আয়োজনটি পার করলো ১০০০-এরমাইল ফলক। আমি আশাবাদী সামনের দিনগুলোতে আরো বড় হবো আমরা, আরো শক্তিশালী হবো আমরা। অপেক্ষা শুধু সময়ের। দর্শনা পরিবার আমাকে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে তা পালনে আমি সব সময় কাজ করে যাবো। দর্শনা পরিবার আরো সমৃদ্ধ হোক। আরো সুন্দর হোক এই কামনা করি। দর্শনা পরিবারের সকল সদস্য, সকল অগ্রজ, উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সকল শুভানূধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

দপ্তর সম্পাদক : নাহিদ কবির মনু, সহ- দপ্তর সম্পাদক : শোয়েব আহমেদ, প্রচার সম্পাদক : তারিক মোঃ তারিফুজ্জামান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক : মিসেস মেহেরুন নেছা মেনু, ছাত্র ও ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক : সাহাদত হাসান ইথন, সহ-ছাত্র ও ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক : ইছমত আরা ইতি, স্বাস্থ্য সম্পাদক : ডাঃ হিলে-াল চৌধুরী, শিক্ষা সম্পাদক : মাইনুল কবির মিতুল, ক্রীড়া সম্পাদক : মোয়াজ্জেম হোসেন জয়, সংস্কৃতি সম্পাদক : মোস্তাফিজুর রহমান লেন্টু, সাহিত্য সম্পাদক : মোস্তাক আহমেদ চঞ্চল, প্রকাশনা সম্পাদক : মিঠুন কুমার সাহা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আমিনুল ইসলাম অরু, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক : সামসুর রহমান সুমন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক : সালাউদ্দিন লিমন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল, নির্বাহী সদস্য : কামাল আহম্মেদ, ইমতিয়াজ হোসেন, মোজাম্মেল হক খোকন, সাইফুল আলম হিরন, ফিরোজ আহমেদ লিটন, আবু সাঈদ তারিক মাহমুদ, রফিকুল ইসলাম, মাসুম ইকবাল, মঞ্জুরুল ইসলাম তুষার, মুশফিকা স্মৃতি। উপদেষ্টা পরিষদ আলী আজগর টগর-এমপি, এ্যাড. শহিদুল ইসলাম. আব্দুল মতিন, মাহফুজুর রহমান মনজু, মহসিন আলি, আনিসুর রহমান, লিয়াকত আলী শাহ, আখতারুজ্জামান মানু, সামিউল আলম রিপন, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, শেখ সুজাউদ্দিন, হুমায়ন কবির, রফিকুজ্জামান, এ.কে. এম সাফায়েত আলম টুটু, ইঞ্জিনিয়ার মোকলেছুর রহমান তরফদার টিপু, মতিয়ার রহমান, ম. আ. সামাদ, আ. ন. ম আশরাফ মধু।

বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শনার জন্য অনন্য অবদান রাখায় দর্শনা পরিবারের পক্ষ থেকে দর্শনার উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখায় গুণীজনদের সম্মাননা দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে- জনাব তাহের উদ্দিন খাঁন (মরণোত্তর), শিক্ষায়- জনাব ফজলুল কবির (মরণোত্তর), ক্রীড়ায়- জনাব নাহার উদ্দিন বিশ্বাস (মরণোত্তর), শিল্প-সংস্কৃতিতে-জনাব ডাঃ সামসুল আলম (মরণোত্তর), সামাজিক উদ্যোক্তা ও সমাজ উন্নয়নে-জনাব মহসিন আলী, নারী উন্নয়নে-জনাবা মমতাজ আরা বেগম।

সবার মুখে ছিল আনন্দ, হাসি । কারও ছিল না অপ্রাপ্তি, অভিযোগ। কেনই বা করবে। সবাই তো একি সুতোই গাঁথা,একই পরিবারের সদস্য। এ আয়োজনকে

ঘিরে দর্শনার মানুষের যে ঢল নেমেছিল তার কিছুটা আজ না বললেই না। ৮০ দশকে কেরু এ্যান্ড কোং'র মহাব্যবস্থাপক ছিলেন রাজ্জাক সাহেব তিনিও এ আয়োজনে এসেছিলেন। এসেছিলেন তার সন্তান মোস্তাক আহম্মেদ, দর্শনার এক সময়ের কৃতি ফুটবলার গিয়াসউদ্দিন পিনা ভাই, সেই সাথে দর্শনার অনেক মানুষ ছুটে এসেছিলেন এ আয়োজনে। যারা হয়ত এক সময় চাকরি সূত্রে দর্শনায় কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। এসেছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের এক সময়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নাসিমউদ্দিন মালিথা স্যার। তাদের সকলের আগমনে এ মিলনমেলা যেন নতুন আর পুরাতনের এক মহা উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

এজিএম পর্ব শেষ হলে নামাজের বিরতি। চলছিল মধ্যাহ্ন ভোজের পালা। দ্বিতীয়ভাগে আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বাচ্চাদের জন্য ছিল বিভিন্ন খেলাধুলা ও আধুনিক রাইড়ে চেপে উৎসবে মেতে দিন কাটানোর সুযোগ। মধ্যাহ্ন ভোজের পর পরিবারের সদস্য ও তাদের সন্তানদের পরিবেশনায় আর ড. ফিরোজ আহমেদ-এরপরিচালনায় ছিল গল্প, কবিতা আবৃতি, নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন। পরে জাহাঙ্গীর সাঈদের উপস্থাপনায় অতিথি শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেশবরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী খুরশিদ আলম, আঁখি আলমগীর, নকুল কুমার বিশ্বাস ও দর্শনার কৃতি সন্তান শফিক তুহিন, ফেরদৌস আলী চৌধুরী (সদা), সানজিদা সোমা । সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষে মিলন মেলা উদযাপন কমিটির আহবায়ক এনামুল হক শাহ'র উপস্থাপনায় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। দর্শনা পরিবারের সভাপতি রফিকুজ্জামান বাবলুর সমাপনী বক্তব্যবের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

(লেখা নাহিদ কবির মনু)

আমি কৃতজ্ঞ এবং ধন্য দর্শনা পরিবারের সকলের কাছে, বিশেষ করে নাহিদ কবির মনু লেখাটি দেয়াতে আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় দর্শনার মানুষের একে অন্যের জন্য কতটা সহায়ক। দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ-এ মন্ত্রে আমরা যেন সামনের দিনগুলোতে এগিয়ে যেতে পারি একে অন্যের হাতে হাত রেখে, কাধে কাধ মিলিয়ে। মানুষের প্রয়োজনে মানুষই তৈরি করে তার নিজের একটি সুদৃঢ় অবস্থান তাই হয়ত ঠিক সময়ে ঢাকাস্থ দর্শনাবাসী ঢাকায় নিজেদের অবস্থানকে আরো মজবুত করতে এমন একটি প-াটফর্ম তৈরি করেছে। ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবারের মূলমন্ত্র হলো- গণতান্ত্রিক , অসাম্প্রদায়িক ও দল নিরপেক্ষ, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নারী ও পুরুষের সম-মর্যাদায়বিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্ত: সম্পর্ক উন্নয়ন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, দর্শনার ঐতিহ্যসহশিক্ষা-সাহিত্য-ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা, ২০১৫ সালে ঢাকাস্থ দর্শনা পরিবার ঢাকায় বসবাসরত দর্শনাবাসীদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠন। মূলত সদস্যদের পরিবারে নিয়ে আড্ডার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজ সদস্যদের মাধ্যমে ঢাকা ও দর্শনায় বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে দর্শনা পরিবার। সামনের দিনগুলোতেও আরো বেশি গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে দর্শনা পরিবার ঢাকাস্থ দর্শনাবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত হবে এই প্রত্যাশা রাখি। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দু'জন সফল ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছেন দর্শনা পরিবারের হাল ধরতে আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞ উপদেষ্টা পষিদর আর নির্বাহী পরিষদের একদল কর্মঠ ও সাহসী যোগ্য নেত্রীত্বের ঐকান্তিক সহযোগিতায় দর্শনা পরিবার সত্যিই ধ্রুবতাঁরার মতো ঢাকার আকাশে দর্শনার আলো ছড়াবে বলে আশা রাখি #

-আব্দুস সামাদ আজাদ বিপু